কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

তবু ক্লাসে ফেরা হলো না রাইতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

স্কুলে ফেরার অধিকার ফিরে পেলেও গতকাল মঙ্গলবার ক্লাস করতে পারেনি রাইতা। গত সোমবার হাইকোর্ট তাকে স্কুলে যাওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গতকাল সকালে খুশি মনে স্কুলে গেলেও ক্লাসে ঢোকা হয়নি তার। বন্ধুরা যখন ভেতরে ক্লাস করছিল রাইতা তখন ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। ছয় বছরের এ ছোট্ট শিশুর কান্না মন গলাতে পারেনি স্কুল কর্তৃপক্ষের। এমনকি ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

তবু ক্লাসে ফেরা হলো না রাইতার

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আদালতের নির্দেশসংবলিত আইনজীবীর সনদকেও প্রথমে পাত্তা দেননি অধ্যক্ষ।

কাজী রাইতা রহমান লালবাগ মডেল স্কুল ও কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। মায়ের বিরুদ্ধে স্কুলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কথিত অভিযোগে গত ১৭ এপ্রিল থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠায়। মেয়ের স্কুলে যাওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নামেন রাইতার মা বিলকিস বানু। মেয়ের পক্ষে হাইকোর্টে মামলা করেন তিনি। শুনানি শেষে আদালত গত সোমবার অন্য শিক্ষার্থীদের মতো রাইতাকেও ক্লাস, পরীক্ষাসহ স্কুলের অন্য কার্যক্রমে অংশ নিতে দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশসংবলিত আইনজীবীর সনদ নিয়েই গতকাল স্কুলে গিয়েছিল রাইতা।

বিলকিস বানু গতকাল কালের কণ্ঠকে জানান, গতকাল (মঙ্গলবার) সকাল সোয়া ৭টায় রাইতাকে নিয়ে স্কুলে যান তিনি। রাইতাকে গেট দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। বিলকিস বানু অভিযোগ করেন, রাইতা ক্লাস রুমের সামনে গেলে তাকে বাধা দেওয়া হয়। তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এরই মধ্যে কয়েকজন অভিভাবক ও স্কুলের নিরাপত্তাকর্মী মিলে তাঁকে (বিলকিস বানুকে) লাঞ্ছিত করেন ও তাঁর কাছ থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেন। এক ঘণ্টার বেশি সময় পর রাইতাকে বের করে দেওয়া হয়। এ সময় রাইতা কাঁদছিল।

লালবাগ মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মো. জাহাঙ্গীর আলম গতকাল বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন, আদালতের আদেশের কপি না পাওয়ায় তাকে (রাইতাকে) ক্লাস করতে দেওয়া হয়নি। আইনজীবীর সনদ পাওয়ার পরও কেন ক্লাস করতে দিলেন না—এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আইনজীবীর সনদের গুরুত্ব প্রথমে বুঝতে পারিনি। এখন আপনার কথায় বুঝতে পারলাম। আমার বিবেক নাড়া দিয়েছে। আগামীকাল (বুধবার) রাইতাকে স্কুলে আনার জন্য নোটিশ দেওয়া হবে। সে এখন থেকে ক্লাস করতে পারবে।'

রাইতার আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল হালিম, বলেন, 'হাইকোর্টের আদেশসংবলিত আইনজীবীর সনদ পাঠানো হয়েছিল ওই স্কুলে। আমার ক্লার্ক নুরুল ইসলাম সনদ নিয়ে স্কুলের অধ্যক্ষকে দেয়। কিন্তু অধ্যক্ষ বলেছেন, হাইকোর্টের আদেশ ছাড়া রাইতাকে শ্রেণিকক্ষে ঢুকতে দেওয়া হবে না। অধ্যক্ষের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি। তার পরও তিনি ঢুকতে দেননি। অধ্যক্ষের এই আচরণ আদালতকে জানানো হবে।'

প্রসঙ্গত, গত ১০ এপ্রিল বিলকিস বানুর সঙ্গে স্কুলের অধ্যক্ষের কথাকাটাকাটি হয়। এর জের ধরে ১৭ এপ্রিল থেকে রাইতাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে রাইতার বাবা কাজী ওবায়দুর রহমানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়। নোটিশে বলা হয়, আপনার সন্তানকে তার মায়ের শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে কেন বহিষ্কার করা হবে না—সাত দিনের মধ্যে তা জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। নোটিশ পেয়ে ১৭ এপ্রিল মেয়েকে নিয়ে বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের আদালতে হাজির হন বিলকিস বানু। তিনি বিষয়টি সরাসরি আদালতকে জানান। আদালত বিলকিস বানুকে সহযোগিতা করতে সংশ্লিষ্ট আদালতের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমানুল করিম ও আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল হালিমকে নির্দেশ দেন। এরপর ব্যারিস্টার আবদুল হালিম স্কুল কর্তৃপক্ষকে আইনি নোটিশ পাঠান। কিন্তু নোটিশের জবাব না দেওয়ায় হাইকোর্টে গত রবিবার রিট আবেদন করা হয়। বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর ওই সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এ রিট করে রাইতা। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তার পক্ষে হলফনামায় সই করেন তার মা। সোমবার রিট আবেদনের ওপর শুনানি শেষে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি কাজী মো. ইমরুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রাইতাকে স্কুলে যাওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দেন।